রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৯, ২০১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২২ মে ২০১৪ ইং

এস.আর.ও নং ৮৪-আইন/২০১৪।—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ০৩-০৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯১৮ (১৯১৮ সনের ২নং আইন) এর বাংলা অনুবাদ সরকার সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল:

সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯১৮
(১৯১৮ সনের ২নং আইন)

[৬ই মার্চ, ১৯১৮]

সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—এই আইন সিনেমাটোগ্রাফ আইন, ১৯১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র [১][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

[২][(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।]

১। সিনেমাটোগ্রাফ (বাংলাদেশ সংশোধন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪০ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার) এর অনুচ্ছেদ ২ দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দের স্থলে "বাংলাদেশ" শব্দ প্রতিস্থাপিত।

২। সিনেমাটোগ্রাফ (বাংলাদেশ সংশোধন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪০ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার) এর উপ-ধারা ৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্যঃ টাকা ৮.০০

[১]২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) "ক্যাসেট" অর্থ একটি ম্যাগাজিন বা ফেরোম্যাগনেটিক রেকর্ডিং টেপের ধারক যাহার সরাসরি ম্যাগনেটিক টেপ রেকর্ডিং অথবা পুনরুৎপাদন যন্ত্রে অপারেটিং বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে;

(খ) "সিনেমাটোগ্রাফ" অর্থ ভিডিও-ক্যাসেট রেকর্ডারসহ একটি যৌগিক যন্ত্র (composite equipment) যাহা চলচ্চিত্র উৎপাদন, অভিক্ষেপণ ও প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত;

(গ) "ফিল্ম", চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, অর্থ নমনীয় স্বচ্ছ এক বা উভয় পার্শ্বে ছিদ্রযুক্ত ফিতা এবং সংবেদনশীল স্তর বা অন্যান্য আবরণযুক্ত চিত্রায়ণযোগ্য প্রতিচ্ছবি; এবং অপ্রকাশিত ফিল্ম, অপ্রক্রিয়াজাত প্রকাশিত ফিল্ম, প্রক্রিয়াজাত ও প্রকাশিত ফিল্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "স্থান" অর্থে কোন বাড়ি, ইমারত, তাঁবু বা জলযানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত; এবং

(চ) "ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার" অর্থ ক্যাসেট টেপে শব্দ সংকেতসহ চলচ্চিত্র সম্পূর্ণরূপে ধারণ ও পুনরুৎপাদনের জন্য তড়িৎ-চুম্বকীয় যন্ত্র (electromagnetic equipment)।]

৩। **সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিধান**।—এই আইনে ভিন্নরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স দ্বারা অনুমোদিত স্থানের বাহিরে অন্যত্র, অথবা লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলি এবং নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ ব্যতিরেকে সিনেমাটোগ্রাফের মাধ্যমে কোন প্রদর্শনী করিবেন না।

[২]৩ক। **ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার গণপ্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত না হওয়া**।—কোন ব্যক্তি ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার দ্বারা কোন গণপ্রদর্শনী করিবেন না এবং এইরূপ কোন প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, কোন স্থানের জন্য এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না।

[৩]৪। **লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃকপক্ষ**।—এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ (অতঃপর "লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" বলিয়া অভিহিত) হইবে ডেপুটি কমিশনার।]

৫। **লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ**।—(১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,—

(ক) এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে; এবং

(খ) প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার জন্য লাইসেন্সে উল্লিখিত স্থানে পর্যাপ্ত পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। সিনেমাটোগ্রাফ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৭ নং অধ্যাদেশ) এর উপ-ধারা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২। সিনেমাটোগ্রাফ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩(ক) দ্বারা সন্নিবেশিত।
৩। সিনেমাটোগ্রাফ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ১৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) প্রতিটি লাইসেন্সে এই মর্মে শর্ত আরোপ করা হইবে যে, লাইসেন্সধারী এইরূপ স্থানে এইরূপ কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবেন না, বা কাহাকেও উহা প্রদর্শন করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন না যাহার জন্য চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ এর অধীন গঠিত [১][কর্তৃপক্ষ] কর্তৃক জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের উপযোগী বলিয়া সনদপত্র প্রদান করা হয়, এবং যাহা প্রদর্শনকালে উক্ত কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত চিহ্ন প্রদর্শিত হইবে এবং উক্ত চিহ্ন সংযুক্ত করিবার পর, উহাতে কোনভাবেই পরিবর্তন বা রূপান্তর করা হয় নাই।

(৩) এই ধারার পূর্বোক্ত বিধানাবলি এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, [২][***] এই আইনের অধীন লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করিলে, ইহা যেরূপ নির্ধারিত করিবে সেইরূপ শর্তে এবং বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, লাইসেন্স মঞ্জুর করিতে পারিবে।

[৩][৬। **এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা লঙ্ঘনের শাস্তি।**—(১) এই আইনের বিধানাবলি বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা, অথবা অন্যান্য শর্ত এবং বিধি-নিষেধ, অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স লঙ্ঘন করিয়া যদি কোন সিনেমাটোগ্রাফের স্বত্বাধিকারী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করেন বা ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন অথবা কোন স্থানের স্বত্বাধিকারী বা দখলকারী ব্যক্তি উক্ত স্থান ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে, অথবা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং তাহার লাইসেন্স, যদি থাকে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাতিলযোগ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম অথবা ভিডিও ক্যাসেট সম্পর্কিত এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ডিত হন, তাহা হইলে দণ্ড প্রদানকারী আদালত উক্ত সিনেমাটোগ্রাফ, ফিল্ম অথবা ক্যাসেট সরকারের নিকট বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিষয়ে অধিকতর নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৭। *[চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]*

৮। **বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) সরকার [৪][***] এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, এই ধারার অধীন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:—

(ক) জননিরাপত্তা বিধানের জন্য সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শনী নিয়ন্ত্রণ;

[৫][***]

(গ) এই আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

[৫][***]

(৪) এই আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে, এবং এইরূপ প্রকাশনার দ্বারা, এইরূপে কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে।

১। সিনেমাটোগ্রাফ (বাংলাদেশ সংশোধন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪০ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার) এর অনুচ্ছেদ ৫দ্বারা "**কর্তৃপক্ষ**". প্রতিস্থাপিত।

২। সিনেমাটোগ্রাফ (বাংলাদেশ সংশোধন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪০ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার) এর অনুচ্ছেদ ৫(খ) দ্বারা "প্রাদেশিক" শব্দটি বিলুপ্ত।

৩। সিনেমাটোগ্রাফ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ৫৭ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৪ পরিবর্তে ৬ প্রতিস্থাপিত।

৪। সিনেমাটোগ্রাফ (বাংলাদেশ সংশোধন) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ৪০ নং প্রেসিডেন্ট অর্ডার) এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "**প্রাদেশিক**" শব্দটি বিলুপ্ত।

৫। চলচ্চিত্র সেনসরশিপ আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১৩ এর দফা (খ) (খখ) দ্বারা বিলুপ্ত।

৯। **অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**—[1][***] সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্ত ও বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে, যে কোন সিনেমাটোগ্রাফের যে কোন প্রদর্শন অথবা যে কোন শ্রেণির প্রদর্শনকে এই আইনের বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার যে কোন বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ শহিদুল হক
সচিব।

১। ডীভালূশন অ্যাক্ট, ১৯২০ (১৯২০ সনের ৩৮ নং অ্যাক্ট) ধারা ২ এর তফসিল ১ উপ-ধারা ৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd